দৈনিক সংবাদ

JAN. 28 2002

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয়, স্থানীয় নয়

গত ১৪ই জানুয়ারি, ২০০২ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিপরিষদ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করে 'ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়' রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পরদিন ১৫ই জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়টিতে সরকারি সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে ব্যাপক ভাঙচুরের খবর পাওয়া যায়।

আপাতদৃষ্টিতে সরকারি সিদ্ধান্তটি বেশ যৌক্তিক মনে হতে পারে; কারণ বাংলাদেশে এখন আরো দুটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। এগুলোর একটি গাজীপুরের সালনায় অবস্থিত এবং গত সরকার একে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়' নামে অভিহিত করে যায়। আমরা জানি এটি স্নাতকোত্তর কৃষি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অন্যটি ঢাকার শেরে বাংলানগরে অবস্থিত এবং 'শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়' নামটি এর জন্য ঠিক করা হয়েছে। এটি দেশের প্রথম কৃষি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলেও এখনো মূলত কৃষি কলেজই রয়ে গেছে।

একটু বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে দেখলে সরকারি সিদ্ধান্তকে অবিবেচনাপ্রসূত না বলে উপায় থাকে না। কারণ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ময়মনসিংহে অবস্থিত হলেও এটি দেশের প্রথম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষার মান এশিয়ায় অতুলনীয় বলে বিশ্বে খ্যাত। আমি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যায় স্নাতক এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে একটা দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক মনে পুষেও একটি কথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করছি। বিষয়টি হলো- বাংলাদেশ যে এখন খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার দ্বারপ্রান্তে তার প্রধান কৃতিত্ব বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের এবং তাদের শিক্ষার মান ও ?রিশ্রম অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

সুতরাং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনা কেন্দ্রীয় বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় আর সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে। ঢাকায় এখন আরো বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে নিশ্চয়ই কেউ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করে 'রমনা বিশ্ববিদ্যালয়' রাখার প্রস্তাব করবেন না, যেমন সমীচীন হবে না দেশে আরো কিছু প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করে 'ঢাকা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়' রাখা।

আশা করি সরকারের সুমতি হবে এবং বাংলাদেশে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ময়মনসিংহে অবস্থিত হলেও একে দেশের প্রধান এবং কেন্দ্রীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে বিবেচনা করে এর মান-মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখবেন। পরে প্রতিষ্ঠিত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আঞ্চলিক হলেও এটি আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান নয় মোটেও।

এম. এ. এস. মোল্লা, আজীবন সদস্য,
বাংলাদেশ প্রাণিবিজ্ঞান সমিতি, ঢাকা।